ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৬১১
আগরতলা, ১৯ মে,২০১৮

রাবার, চা, বাঁশকে ভিত্তি করে ছোট শিল্প গড়া যেতে পারে : মুখ্যমন্ত্রী

ত্রিপুরার রাবার, চা এবং বাঁশ-এর বিশেষ সুনাম রয়েছে সারা দেশে। এগুলিকে ভিত্তি করে রাজ্যে ছোট ছোট শিল্প গড়া যেতে পারে। আর এই কাজে এগিয়ে আসতে পারে টাটা গ্রুপ। আজ মহাকরণের কনফারেন্স হলে রাজ্যে টাটা গ্রুপের বিভিন্ন কাজের পর্যালোচনা সভায় এই কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যে ৫৪টি চা বাগান রয়েছে। এই চা বাগানগুলির উৎপাদিত চা কিভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিপণন করা যেতে পারে সেই বিষয়ে কাজ করার জন্য টাটা গ্রুপকে তিনি এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, টাটা গ্রুপ তো চা শিল্প নিয়ে আগে থেকেই কাজ করছে। ত্রিপুরার চা-এর বিশেষ একটি গুণ সনাক্ত করে মার্কেটিং-এর কাজে টাটা গ্রুপকে কাজ করতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও রাজ্যের চা বাগানগুলিকে নিয়ে ইকো ট্যুরিজমও গড়ে তোলা যেতে পারে। চা-বাগানগুলির মধ্যে রাজ্যের রিয়াং জনগোষ্ঠীর টংঘরের মতো ছোট ছোট কটেজ বানানোর উদ্যোগ নেওয়ার জন্যও বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন ধরণের উন্নতমানের বাঁশ রয়েছে। বাঁশ শিল্পের প্রসারে রাজ্যের ৮টি জেলায় বাঁশ চাষের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে বলে টাটা গ্রুপকে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে পর্যটন শিল্পকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন স্থানগুলির উন্নয়নেও টাটা গ্রুপ কাজ করতে পারে। আমাদের দেশে পর্যটন ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি আয় হয় ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলি থেকে। আমরা ইতিমধ্যেই মাতাবাড়িকে নিয়ে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির ট্রাস্ট গঠন করেছি। টাটা পরিবারের পক্ষ থেকে এই ট্রাস্টের সদস্য হওয়ার জন্য আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রচুর রাবার চাষ করা হয়। রাবার শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে টাটা গ্রুপকে বিনিয়োগ করার জন্য আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিটি জেলাতেই রাবার শিল্পের ইউনিট গড়ে তোলার জন্য টাটা গ্রুপকে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যের হস্তশিল্পের তৈরী জিনিসপত্র দেশ-বিদেশে বিখ্যাত। টাটা গ্রুপ ইচ্ছে করলে রাজ্যের হস্তশিল্পের বিভিন্ন সামগ্রী তাদের তাজ গ্রুপের হোটেলগুলির প্রতিটি কক্ষে রাখতে পারে। এতে রাজ্যের হস্তশিল্পও ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা রাজ্যে আই টি হাব স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। রাজ্যের প্রায় ২০-২৫ হাজার ছেলেমেয়ে পুনে, ব্যাঙ্গালোর, দিল্লী ও গুরগাঁও-এর আই টি সেক্টরে কাজ করছে। তাদের ত্রিপুরার আই টি সেক্টরে কাজ করার জন্য আহ্বান জানানো হবে।

***২-এর পাতায়

তাতে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সেরা আই টি হাবে পরিণত হবে। সাব্রুমে ফেণী নদীর উপর সেতুটি নির্মাণ হলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য বিজনেস গেটওয়ে হবে ত্রিপুরা। তিনি বলেন, সেতুটির নির্মাণ কাজ ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে নির্মাণ সংস্থা জানিয়েছে। প্রতিবেশী বাংলাদেশ আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র হওয়ায় সেখানকার বাজার ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য খুবই সহায়ক হবে। টাটা গ্রুপকে রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সভায় টাটা সন্স লিমিটেডের আধিকারিক তন্ময় চক্রবর্তী জানান, টাটা সন্স গ্রুপের ১০০টি কোম্পানী দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করছে। বিভিন্ন কাজের বিষয়ে রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করেন টাটা গ্রুপ। রাজ্য সরকার প্রস্তাবগুলি খতিয়ে দেখবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও মুখ্যসচিব সঞ্জীব রঞ্জন, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব কুমার অলক, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রধান সচিব সুশীল কুমার, পূর্ত দপ্তরের সচিব শান্তনু, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব মানিক লাল দে, মুখ্যমন্ত্রীর অতিরিক্ত সচিব ড. মিলিন্দ রামটেকে এবং টাটা সন্স লিমিটেডের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

*****